এক শিয়াল আর কাকের গল্প

এক ঝলমলে সকালে ধূর্ত শিয়াল যখন খাবারের সন্ধানে হন্যে হয়ে বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন হঠাৎই সে গাছের মগডালে এক কাককে বসে থাকতে দেখেছিল| যদিও কাককে সে প্রথমবার দেখছে এরকম কোন কৌতূহল ছিল না| তার প্রধান আকর্ষণ ছিল কাকের ঠোঁটের গোড়ায় থাকা এক টুকরো পনির|

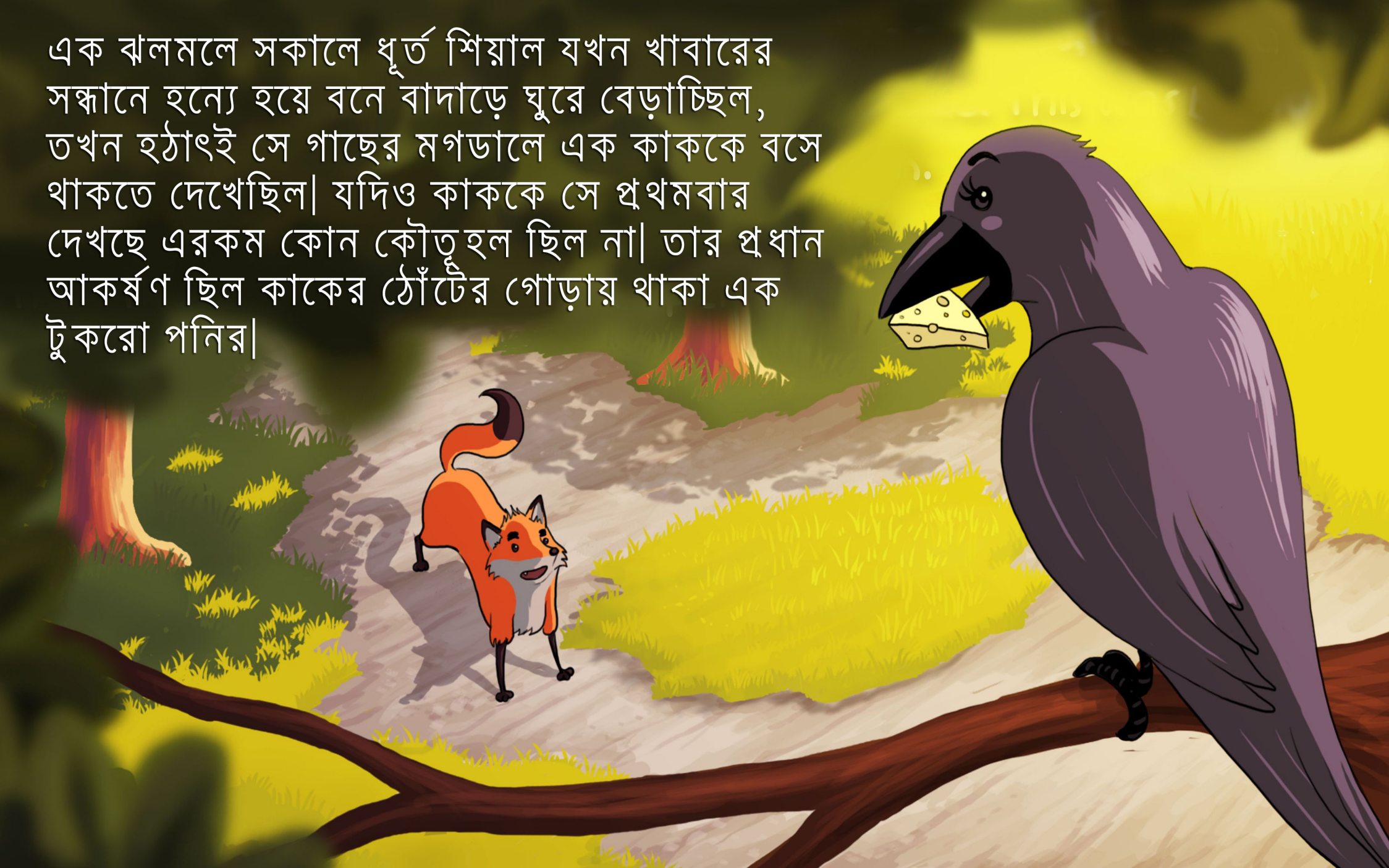

শিয়াল মনে মনে ভাবল - “ব্যস্! আর কোনও খাবার সন্ধানের দরকার নেই| আমার প্রাতঃরাশের জন্য এখন চাই শুধু একটা সুস্বাদু কামড়| ”
চতুর শিয়ালের মাথায় এক বুদ্ধি এল| সে যে গাছের ডালে কাক বসেছিল তার নীচে গিয়ে প্রশংসনীয়ভাবে তাকে বলল "শুভ সকাল, সুন্দর পক্ষী!"

কাক খুব সন্দেহজনক চোখে
শিয়ালকে দেখল| কিন্তু ভুলেও তার ঠোঁট
আলগা করল না| ফলে সে
শিয়ালের কোন প্রত্যুত্তরও দিল না|

“কী মনমুগ্ধকর রূপ তোমার” শিয়াল বলল| “ উজ্জ্বল তোমার পালক| সুন্দর রূপ আর কি সুন্দর তোমার পাখনা ! এতই নিখুঁত যখন তুমি তাহলে তোমার কণ্ঠও না জানি কতই সুমধুর| তুমি কি আমাকে একটা গান গেয়ে শোনাতে পারবে? আমার তো মনে হয় তোমাকে পাখিদের রাণীর আসনে বসানো উচিত|”

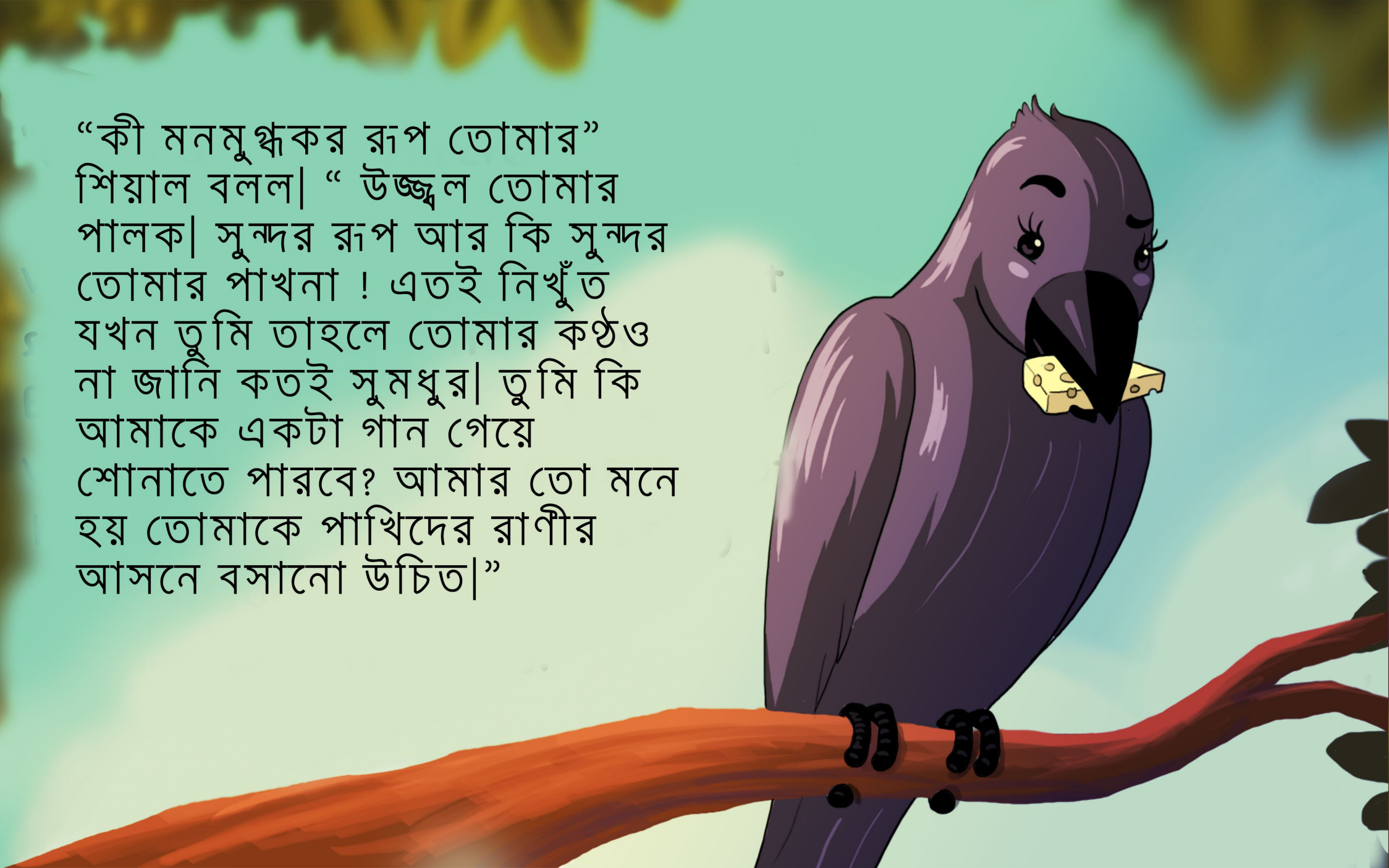

শিয়ালের এত চটকদার কথা শুনে কাক শিয়ালেরপ্রতি সমস্ত অবিশ্বাস প্রায় ভুলে গেল| সে চাইছিল সবাই তাকে পাখীদের রাণী বলে আখ্যা দিক| যেমন ভাবা আর কি| কাক উচ্চস্বরে তার কর্কশ গলায় গান গেয়ে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে তার ঠোঁট থেকে পনিরের টুকরো টা পড়ে গেল|

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই টুকরো গিয়ে পড়লো শিয়ালের মুখে|“ধন্যবাদ” শিয়াল খুব মিষ্টি করে কাককে বলল| “যদিও তোমার গলা কর্কশ কিন্তু তোমার গলার স্বর আছে, শুধু বুদ্ধিটুকু নেই|”
এই বলে শিয়াল মনের আনন্দে
সেখান থেকে চলে গেল|

নীতিকথা - কখনই কোন অসৎ ব্যক্তির কথা বিশ্বাস কোরো না|